শ্রদ্ধেয় রায়হান ভাইকে আবার

অনন্ত বিজয় দাশ

যোগাযোগ : ananta@inbox.com

১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

প্রথমেই আমি রায়হানভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কস্ট করে আমার খোলা চিঠির উত্তর দেয়া জন্য। কিন্তু আপনার উত্তর পড়ে মনে হলো, আপনি আমার কিছু কিছু প্রশ্ন বুঝতে পারেন নি, এবং আমিও ঠিকমতো প্রশ্নগুলো করতে পারি নি। তাই আবার লিখতে বসলাম, অনেকটা বলেতে পারেন আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। কিছু মনে করবেন না। তবে বলে রাখি, এবারও আমার ভরসা, হাফেজ মুনির উদ্দিনের (কোরআন শরীফ; সহজ সরল বাংলা অনুবাদ ঃ আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন।) বাংলায় অনুবাদ করা কোরানশরীফ। কারণটা একটু ব্যাখ্যা করি। আমার কাছে বর্তমানে কোন ইংরেজীতে অনূদিত কোরানশরীফ নেই। যদিও, বেশকিছুদিন আগে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা ইংরেজী একটি কোরান শরীফ ছিল (www.road-to-heaven.com থেকে সংগৃহীত Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali & Dr. Muhammad Muhsin Khan অনূদিত)। কিন্তু বাসার কম্পিউটারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন, সেটিও শেষ। তাই সদ্য কম্পিউটারটি ঠিক করার পরও, বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় সাইবার কাফে থেকে নতুন করে আর ইংরেজী কোরানশরীফ ডাউনলোড করা হয়ে উঠে নি। আবার বলা যায়, ইন্টারনেট সংযোগ না থাকার দরুন আমার বেশীর ভাগ সময়, অনেকের উত্তর দিতে দেরি হয়ে যায়! যেমন আজও হয়ে গেল (তার ওপর আবার আমাদের এই মফস্বল শহরে রয়েছে মহা বিদ্যুৎ সমস্যা। সময়, সুযোগ হলেও বিদ্যুৎ সমস্যার কারণেও সাইবার কাফেতে গিয়ে বসা যায় না।)। তবে ভবিষ্যতে এই ধরণের কোনো আলোচনা করতে হলে, আমি কোন অনূবাদকের ইংরেজী কোরানশরীফ সংগ্রহের চেষ্টা করবো। আশা করি, আপনি বিষয়টি বড় করে দেখবেন না।

লেখা শুরু করার পূর্বে আমার খোলা চিঠির অনিচ্ছাকৃত একটি ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সেটি হচ্ছে, আপনি অভিজিৎ দা'কে লেখা দ্বিতীয় লেখায় ৩:৭ নাম্বার আয়াত শুধু "**রূপক**" শব্দের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এবং বাকি আয়াতগুলো (Q.17:36, 45:13, 38:29, 3:190, 3:191, 10:24, 6:50, 6:98, 19:1, 13:3, 16:11-12, 16:69, 30:8, 30:21, 39:27, etc) ব্যবহার করেছেন "**কোরান মানুষকে রোবট হতে বলে নি........ কোরান চায় যে মানুষ অন্ধভাবে কোরান বিশ্বাস না করে, বিষয়গুলো নিয়ে রিসার্স করুক**"-এই বাক্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য। কিন্তু আমি সবগুলো আয়াত একসাথে লিখে ফেলেছি, যা জন্য আপনার বুঝতে এবং উত্তর দিতে অসুবিধা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমি খুবই দুঃখিত এবং আপনাকে আবারো ধন্যবাদ, ভুলটি ধরিয়ে দেয়ার জন্য। মূল প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসি।

(১) প্রথমেই **সূরা আলে ইমরান** (৩:৭)-এ আবার ফিরে যাই। তবে তার আগে কষ্ট করে আরেকটি আয়াত দেখে নিই। **সূরা আন নেসা** (৪:৮২)- "এরা কি কোরআনকে (নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করে না? এই(গ্রন্থ) যদি আল্লাহতায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, **তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো।**" এর মানে মহান আল্লাহতায়ালা কী বলতে চাচ্ছেন কোরান শরীফে কোন গরমিল বা বর্ণনা বৈষম্য নেই? কি বলেন আপনি? ঠিক আছে, চলুন এবার আপনার উল্লেখিত **৩:৭** আয়াতটি আবারও

উল্লেখ করছি : তিনি সেই মহান সত্বা, যিনি তোমার ওপর এই কেতাব নাজিল করেছেন, (এই কেতাবে দুই ধরণের আয়াত রয়েছে) **এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন** আয়াত, সেগুলোই হচ্ছে কেতাবের মৌলিক অংশ, **(এছাড়া) বাকী আয়াতগুলো রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের মাঝে)** যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা (এসব কিছুকে কেন্দ্র করেই নানা ধরণের) ফেৎনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং আল্লাহর কেতাবের (অপ) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এসব (রূপক) আয়াতের কিছু অংশের অনুসরণ করে। **(অথচ) এসব (রূপক) বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না,** জ্ঞানী ব্যক্তিরা (এসব ব্যাখ্যার পেছনে অনর্থক সময় ব্যয় না করে বরং) বলে, আমরা তো এর (সবটুকুর) ওপর ঈমান এনেছি, এই সবগুলো তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই (আমাদের দেয়া হয়েছে, সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত থেকে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।'' আলোচনা বা বিতর্কের খাতিরে ধরে নিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়ালা'র বাণী হচ্ছে কোরান শরীফ (যেটি প্রায় সব ইসলামধর্মালম্বীরাই মেনে নিয়েছেন) এবং তিনি আর সকল আয়াতের পাশাপাশি এই আয়াতও নাজিল করেছেন। আমি আমার পূর্বের লেখায় স্বীকার করেছি এই আয়াতে ''রূপক'' শব্দটি আছে। কিন্তু যে কারণে আমি বার বার বলেছি, ৩:৭ নাম্বার আয়াতটি অন্যান্য আয়াতগুলোকে আটকে দিচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে, **(a)** এই আয়াতে স্পষ্ট করেই বলা হচ্ছে, **কোরানের যাবতীয় রূপক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কেউই জানেন না।** যেখানে খোদ খোদাতায়ালাই বলতেছেন, কোরানের রূপক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন, আর কেউই জানেন না; তাহলে যারা রূপকবিষয়াবলীর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন কিংবা দিয়ে থাকেন তাদের ব্যাখ্যা কি করে কোরানের দৃষ্টিতে সত্য হয় বা হবে? কোরাণ নিয়ে রিসার্স বা গবেষণার ফলতো তখন কোরাণের দৃষ্টিতে মিথ্যে হয়ে যাবে। তখন দেখা দিবে, কোরানে আল্লাহর এই আয়াতের বক্তব্য সত্য না ব্যক্তির বক্তব্য সত্য? আবার বলা যায় আপনি যে কস্ট করে, অভিজিৎ দা সহ আরো অন্যান্যদের কে যুলকারনায়েন, স্বর্গ-নরক বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দিয়ে চলছেন **তা যতই লজিক্যাল বা ইল্লজিক্যাল হোক না কেন, তা কিভাবে কোরানের ৩:৭ নাম্বার আয়াতের দৃষ্টিতে সত্য হবে?** আপনিই বলুন? এই জন্যই বলেছিলাম, আপনার দেয়া উদাহরণ ৩:৭নাম্বার আয়াতটি আপনার বক্তব্যগুলি আটকে দিচ্ছে। **(b)** ''শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা একমাত্র জানেন রূপকের ব্যাখ্যা, আর কেউই জানেন না''- এই বাক্য থেকে আরও একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কোরান তো মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই পাঠিয়েছেন (এমনটিই বলে থাকেন ইসলাম ধর্মালম্বীরা), তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা কী ইচ্ছে করে এমন সব আয়াত বলেছেন, যা দুনিয়ার আর কেউই বুঝবে না? তাহলে উনি কাদের জন্যে এই কোরান পাঠিয়েছেন? চোখ বুঝে শুধু শুনে যাওয়ার জন্য নাকি? এমন ভাবে পাঠানোর মানে টা কী? কতটুকু যুক্তিযুক্ত এরকম বক্তব্য? ধরেন, রায়হানভাই আপনি এমন এক ভাষা জানেন, যা দুনিয়ার আর কেউই জানেন না, তাহলে আপনি কাউকে কিছু বলার জন্য বা পরামর্শ দেয়ার জন্য কী সেই একমাত্র আপনার জানা ভাষায় কথা বলবেন? ভেবে দেখুন একবার। **(c)** **৩:৭** নাম্বার আয়াতটির শেষ দিকে আছে ''..........জ্ঞানী ব্যক্তিরা (এসব ব্যাখ্যার পেছনে অনর্থক সময় ব্যয় না করে বরং) বলে, আমরা তো এর (সবটুকুর) ওপর ঈমান এনেছি,....." এই বক্তব্য যদি মহান আল্লাহ তায়ালা'র হয়ে থাকে, তাহলে এর মধ্য দিয়েই কি মহান আল্লাহতায়ালা কোরান (রূপক আয়াত গুলো) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতেছেন না? যেখানে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে চিন্তা-গবেষণা করার ব্যাপারে, সেখানে অন্য আয়াত নিয়ে যদি আপনি দেখাতে চান, কোরানে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে (উৎসাহিত), তাহলে অন্যান্য আয়াতগুলির বক্তব্যের সাথে এই **৩:৭**এর বক্তব্য তো পরস্পর বিরোধী হয়ে যাবে। আর আপনি আমার **৬ং প্রশ্নের উত্তর** দিতে গিয়ে (**পৃষ্ঠা-৩**) বললেন, '' যেটা বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কোন অনর্থক বিষয়ে অযথায় মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট নিষেধ করা হয়েছে, কিছুটা এরকম''। রায়হান ভাই, ব্যাপারটা এরকম নয়। পুড়ো আয়াতটি আপনি আরেকবার পড়ে দেখুন, এখানে

রূপক ব্যাখ্যা'র পিছনে অযথা সময় নষ্ট না করার কথা বলা হয়েছে, এবং সবটুকুর উপর ঈমান নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

(২) ২৫ প্রশ্নের উত্তরে আপনি বললেন, "……..তুমি কি একটি বই লিখে এরকম কিছু ফাঁক-ফোঁকর রেখে দিয়ে পার পেতে পারবা? চেষ্টা করে একবার দেখিয়ে দিয়ে বলো যে এটা সহজেই সম্ভব।" তারমানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, কোরানে কোন ফাঁক-ফোঁকর নেই বা ভুল নেই? কিংবা কোরান নিয়ে আপনার নিজের মধ্যে কোন সংশয় নেই? আপনার বক্তব্যটা কি বিশ্বাসীদের মতো হয়ে গেলো না? যেটি আপনি প্রায়ই অস্বীকার করে থাকেন।

(৩) **১৭:৩৬** আয়াত সম্পর্কে আমি বলেছিলাম "**যে বিষয়ের ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই** …." বলতে **কোরান'কেই বুঝানো হচ্ছে** তা কি আপনি নিশ্চিৎ? কি করে নিশ্চিৎ হলেন, জানাবেন কি? **১৭:৩৫, ১৭:৩৭** আয়াতগুলিতে কিন্তু কোরানের বাইরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। ……..।" আপনি বললেন (উত্তর নাম্বার-৭), "যেহেতু আয়াত **১৭:৩৬** এ কোরান বা কোরানের বাহিরের কিছু উল্লেখ নেই, স্বাভাবিকভাবেই কোরানসহ যেকোন বিষয় ধরে নেয়া হতে পারে"। এবার একটু কষ্ট করে **১৭:৩৫** নাম্বার আয়াত দেখা যাক, "**কোন কিছুকে পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওযন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লাকে সোজা করে ধরবে, (লেন-দেনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামে(র দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।**" এবং **১৭:৩৭** নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, "**আল্লাহর যমীনে কখনোই দম্ভ ভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন) তুমি কখনো এই যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না।**" দেখা যাচ্ছে যে, **১৭:৩৬** নাম্বার আয়াতের উপর নীচ দুটি আয়াতেই কোরাণের বাহিরের বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে এখানেও তাহলে (**১৭:৩৬**) কোরাণের বাহিরের বিষয় সম্পর্কে বোঝানো হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? এই বক্তব্য শুধু আমার একার নয়। **এইচ.ইউ.ডবলিউ.স্ট্যানটন** রচিত **দ্য টিচিংস অব দ্য কোরান** (অনুবাদ - **সা'দউল্লাহ**) গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "সম্ভবত মিথ্যা অপবাদ, না জেনে, দেয়া উচিত নয় এসম্বন্ধে"-এই আয়াতে বলা হয়েছে।

(৪) আপনি (পৃষ্ঠা-২) ১নং উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, " **হেভেন ও হেল সরাসরি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৪৭:১৫)। এরকম আরো কিছু বিষয়ও সরাসরি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ………………**।" সত্যিই কি ৪৭:১৫ নং আয়াত এ হেভেন ও হেল রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? একটু দেখে নিই **সূরা মোহাম্মদ (৪৭:১৫)** - " আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, যেখানে থাকে পানির নির্মল ফোয়ার, আছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা যা স্বাধ কখনো পরিবর্তিত হয় না, আছে পানকারীদের জন্যে সুধার (সুপেয়) নহরসমূহ, আছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) আছে সব ধরনের ফলমূল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা। সর্বোপরি) যেখানে আছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা। (এই ব্যক্তি কি তার সমান হতে পারে) যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে। সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুড়িকে কেটে (ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।" এই বাংলা আয়াতে "রূপক" অর্থ কোথায় লুকিয়ে আছে? বেহেস্ত সম্পর্কে এরকম লোভনীয় প্রস্তাব এবং দোজখ সম্পর্কে হুমকী-ধামকীর বর্ণনাতো আরো অনেক আয়াতেই আছে। এগুলোর সবই কী রূপক? এই আয়াতের ইংরেজী অনুবাদ আপনি সদ্য আকাশ মালিক'কে পাঠানোয় বলেছেন এরকম : " **47.15:** (Here is) a **Parable of the Garden** which the righteous are promised: in it are rivers of water incorruptible; rivers of milk of which the taste never changes; rivers ofwine, a joy to those who drink; and rivers of honey pure and

clear. In it there are for them all kinds of fruits; and Grace from their Lord. (Can those in such Bliss) be compared to such as shall dwell for ever in the Fire, and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their bowels (to pieces)? এখানে দেখা যাচ্ছে এই "**Parable of the Garden**" শব্দটি কিন্তু বাংলা আয়াতে নেই। তাহলে এখন কার অনুবাদ করা আয়াত সত্য/মিথ্যা বলে জানবো? কেউ না কেউ আরবি থেকে আয়াতটি অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করেছেন?

(৫) ৮নং উত্তরে বলেছেন, "একদম লিটারাল অর্থ খুঁজতে গেলে কিভাবে হবে। নিজের মাথাটাও তো একটু খাটাতে হবে।" রায়হানভাই, মাথা খাটাতে আমার আপত্তি নেই, মাথা আমি খাটাতেই চাই। কিন্তু ভাইয়া, মহান আল্লাহতায়ালাই যে কন্ডিশন তৈরি করে রেখেছেন (৩:৭), উনি ছাড়া আর কেউই জানে না কোরানের রূপক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা। তাহলে বলেন, আমার এই ছোট মাথা খাটিয়ে কী কোন কিছু বের করতে পারবো??

(৬) আপনি ৯নং উত্তরে বলেছেন, "........... তোষামোদি পছন্দ করা আল্লাহর একটি এট্রিবিউট-ও হতে পারে! মানুষ যেখানে মানুষেরই তোষামোদি করছে 'Lord of the universe' এর তোষামোদি করতে কোন লজ্জার থাকার কথা না, তাই না?" ধন্যবাদ! সর্বশক্তিমান-সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কে আমাদের মতো আমজনতার পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্যে!! আমি আর কী বলবো। যাই হোক, আবার একই উত্তরে আপনি বললেন, "......... "আসমান সমুহ" বলতে কোন কোন স্কলার বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরকে বুঝানো হয়েছে বলে থাকেন। যদিও বিষয়টা আমি ১০০% নিশ্চিৎ না।" মানলাম আপনি ১০০% নিশ্চিৎ না বিষয়টাকে নিয়ে, কিন্তু এ নিয়ে আপনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন না!! রায়হানভাই, কোরান শরীফে আসমানসমুহ বলতে কী **সাত আসমানকেই** বুঝানো হচ্ছে না? দেখুন : **৪১:১২, ২৩:১৭, ৬৫:১২**। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বায়ুমন্ডলে কতটি স্তর আছে, আমি নিশ্চিৎ, আপনি সেটি জানেন। Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Ionosphere, Exosphere (এই Ionosphere এবং Exosphere কে একত্রে Thermosphere বলে।) মিলে কয়টি আসমান হলো?

রায়হানভাই, আপনার সদ্য পাঠানো আরো দুটি লেখা আমার নজরে এসেছে। একটি হচ্ছে **ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান** এবং অপরটি **আকাশ মালিকভাই** কে উদ্দেশ্য করে। আপনার "**ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান**" নামক লেখা নিয়ে আমি এই মুহূর্তে আমি কোন মন্তব্য করতে চাচ্ছি না, অনেকেই দেখি এব্যাপারে অনেক কিছু বলতেছেন। তবে আমি এখানে সংক্ষেপে **শ্রদ্ধেয় আকাশ মালিকভাই** উদ্দেশ্য করে আপনার লেখার ব্যাপারে একটু কিছু বলতে চাচ্ছি। আপনি কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই, কারণ বিষয়টি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়। আপনি লিখেছেন, " **হ্যাঁ, কোরানে সাতটি দরজার (জানালা?) কথা বলা থাকলেও সেগুলোকে কিন্তু সলিড বলা হয় নি (দেখুন 15:43-44)!**" আপনার দেয়া এই **সূরা আল হেজর (১৫:৪৪)**-এ বলা হচ্ছে "**তাতে থাকবে সাতটি (বিশালকায়) দরজা, (আবার) এগুলোর প্রতিটি দরজা (দিয়ে প্রবেশ করার) জন্যে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন দল।**" রায়হানভাই বলবেন কী, দরজা কিসের থাকে? এবং সাধারণত দরজা কী দিয়ে তৈরী হয়? সলিড বস্তু, লিকুইড না গ্যাসের? **সূরা আল আম্বিয়া (২১:৩২)**-তে বলা হচ্ছে "আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে তৈরী করেছি ....।" বলেনতো সুরক্ষিত ছাদ কি সলিড বস্তু নয়? যদি আপনার উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে এই আয়াতে আসমানকে কী সলীড বস্তু হিসেবে বলা হচ্ছে না? আবার দেখুন **সূরা আল আ'রাফ (৬৯:১৬)** : "**সেদিন আকাশ ফেটে পড়বে এবং তাদের পারস্পরিক বাঁধনসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।**" আকাশ যদি কোরানের দৃষ্টিতে কঠিন বস্তু না হয়, তবে কিভাবে ফেঁটে পড়বে?? আমরা সবাই জানি, ফাঁটল তো কঠিন বস্তুর মধ্যেই দেখা দেয়। এই আকাশের ফেঁটে পড়া নিয়ে আরো দুটি আয়াত হচ্ছে **সূরা আল এনতেফার (৮২:১)** এবং **সূরা আল এনশেক্বাক্ব (৮৪:১)**। সলিড আসমানের

আরেকটি উদাহরণ দেই। **সূরা আল মূলক (৬৭:৩)** : “ তিনি **সাতটি (মযবুত) আসমান** বানিয়েছেন পর্যায়ক্রমে একটার ওপর আরেকটাকে (স্থাপন করা হয়েছে) অসীম দয়াল আল্লাহ তায়ালার এই নিপুন সৃষ্টির কোথায়ও কোন খুঁত তুমি দেখতে পাবে না, আবার (তাকিয়ে) দেখোতো! কোথায়ও কি তুমি কোনো রকম অসংগতি (**কিংবা ফাটল**) দেখতে পাও?” কোরানের এই আয়াতের বক্তব্য “**সাতটি মযবুত আসমান এবং তার মধ্যে কোন রকম অসংগতি বা ফাটল নেই**”- এখান থেকে কী বুঝা যাচ্ছে? নিশ্চয়ই আর নতুন করে বলতে হবে না? তবে এই সকল আয়াতকেও আবার আপনি “**রূপক**” অর্থে নিয়ে যাবেন কি?? হা! হা! হা! ....

আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনার জন্য অনেক শুভ কামনা।

ভালো থাকুন সবাই। ধন্যবাদ।

::::::::: :::::::::

(বিঃ দ্রঃ আমার এই লেখাটি শেষ করে আনছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় জামিলুল বাশার সাহেব মুক্তমনা’তে আমার উদ্দেশ্য একটি লেখা পাঠিয়েছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ বাশার সাহেবকে!! আমার মতো কনিষ্ঠের দিকে আপনার সদয় দৃষ্টিপাতের জন্য। আপনার লেখার উত্তর আমি এখানেই দিতে চাচ্ছি না। তাড়াতাড়িই আমি একটি উত্তর পাঠাতে চেষ্টা করবো।)